আখেরাত সিরিজ-১৩

কিয়ামত পর্ব- ২

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ৩২ টি নাম আখেরাত সিরিজ-১ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২ টি নামের তৃতীয়টি "কিয়ামত" আজকের আলোচনার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল আরাফ ৭:৩২**

১. সেগুলো (সুন্দর বস্তু ও উত্তম জীবিকা) তো মুমিনদের জন্যেই এই দুনিয়ার জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামত কালে।

বল, 'আমার স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভাময় বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে হারম করিয়াছে?' বলো, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাহাদের জন্য, যাহারা ঈমান আনে। এইভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। (সূরা আল আরাফ ৭:৩২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল আরাফ ৭:১৬৭**

২. স্মরণ কর, তোমার প্রভু তাদের বলেছিলেন, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদের পাঠাবেন, যারা তাদের কঠিন আযাব দিতে থাকবে।

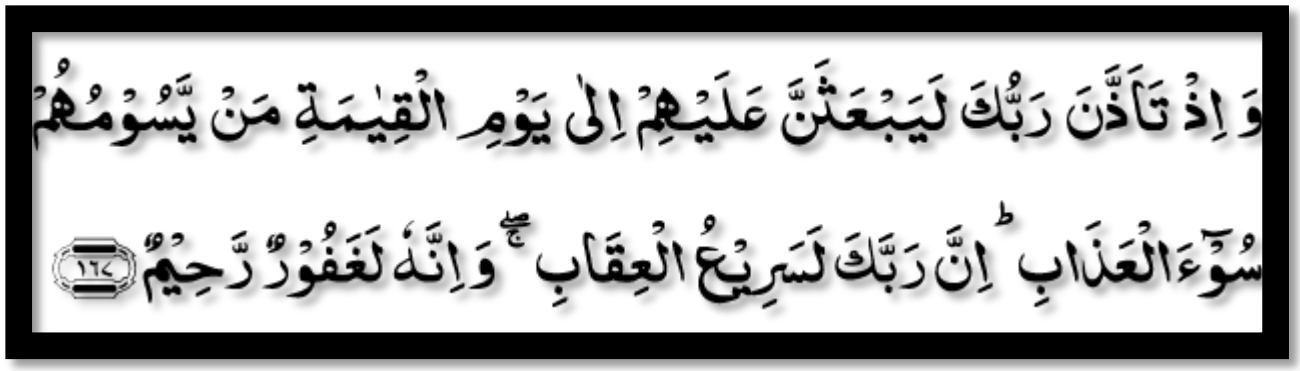

স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর এমন লোকদেরকে প্রেরণ করিবেন যাহারা তাহাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে, আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আল আরাফ ৭:১৬৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল আরাফ ৭:১৭২**

৩. বনি আদমকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বলেছিল, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সাক্ষি থাকলাম। এটা এজন্যে করেছিলাম যেনো কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে, আমরা এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।

স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদমসন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তাহারা বলে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষী রহিলাম। ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।' (সূরা আল আরাফ ৭:১৭২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা ইউনুস ১০:৬০**

৪. যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, কিয়ামত কাল সম্পর্কে তাদের ধারণা কি?

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾

যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাহাদের কি ধারণা? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা ইউনুস ১০:৬০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা ইউনুস ১০:৯৩**

৫. তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা বিভেদ সৃষ্টি করেছিল।

وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ
فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾

আমি তো বনী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করাইলাম এবং আমি উহাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম, অতঃপর উহাদের নিকট জ্ঞান আসিলে উহারা বিভেদ সৃষ্টি করিল। উহারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাহাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। (সূরা ইউনুস ১০:৯৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা হুদ ১১:৬০**

৬. দুনিয়ার জীবনে তাদের অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে অভিশাপগ্রস্ত।

এই দুনিয়ায় উহাদেরকে করা হইয়াছিল লা'নতগ্রস্থ এবং লা'নতগ্রস্থ হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। জানিয়া রাখ! 'আদ সম্প্রদায় তো তাহাদের প্রতিপালককে অস্বিকার করিয়াছিল।' জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল পরিনাম 'আদের, যাহারা হুদের সম্প্রদায়।' (সূরা হুদ ১১:৬০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা হুদ ১১:৯৮**

৭. কিয়ামতের দিন সে (ফেরাউন) তার অনুগামী কওমের সামনে সামনেই থাকবে এবং তাদের নিয়ে প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

কিয়ামতের দিন তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে উহাদেরকে লইয়া দোযখে প্রবেশ করিবে। যেখানে প্রবেশ করানো হইবে তাহা কতো নিকৃষ্ট স্থান।' (সূরা হুদ ১১:৯৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা হুদ ১১:৯৯**

৮. এই দুনিয়ায় এবং কিয়ামতের দিনেও তাদেরকে (ফেরাউন ও তার অনুগামীদেরকে) লানতের অনুগামী করা হয়েছে।

এই দুনিয়ায় উহাদেরকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্থ এবং অভিশাপগ্রস্থ হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যাহা উহাদেরকে দেওয়া হইবে! (সূরা হুদ ১১:৯৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নাহল ১৬:২৫**

৯. ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের ভার পূর্ণমাত্রায় এবং অজ্ঞতা নিয়ে যাদের বিপথগামী করেছিল তাদের পাপের বোঝাও।

لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ
يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾

ফলে কিয়ামত দিবসে উহারা বহন করিবে উহাদের পাপভার পূর্ণ মাত্রায় এবং পাপভার তাহাদের যাহাদেরকে উহারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে। দেখো, উহারা যাহা বহন করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট।
(সূরা আন নাহল ১৬:২৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নাহল ১৬:২৭**

১০. এরপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা স্পষ্টভাবে তোমাদের জন্যে প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَ يَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ
تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ
السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ﴿٢٧﴾

পরে কিয়ামতের দিন তিনি উহাদেরকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তিনি বলিবেন, 'কোথায় আমার সে সমস্ত শরীক যাঁহাদের সম্বন্ধে তোমার বিতন্ডা করিতে?' যাহাদেরকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের।' (সূরা আন নাহল ১৬:২৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নাহল ১৬:৯২**

১১. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা স্পষ্টভাবে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

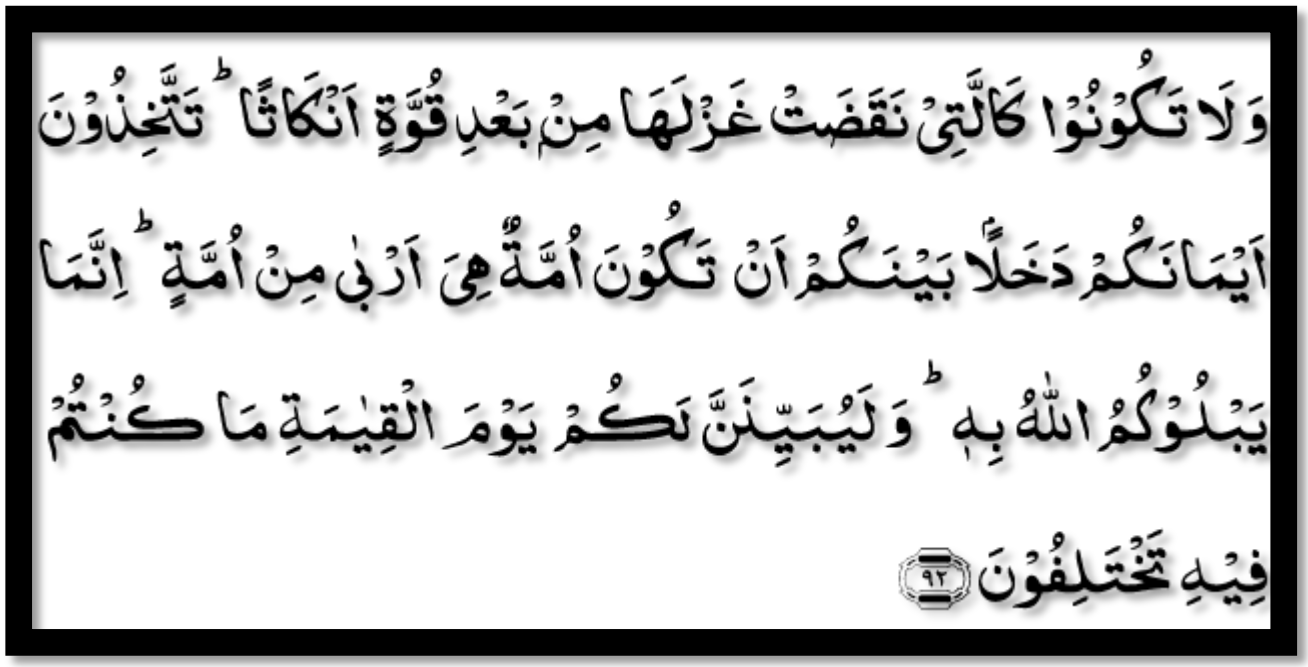

তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না, যে তাহার সুতা মজবুত করিয়া পাকাইবার পর উহার পাক খুলিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাক, যাহাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হয়। আল্লাহ তো ইহা দ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাহা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে। (সূরা আন নাহল ১৬:৯২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নাহল ১৬:১২৮**

১২. তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো তোমার প্রভু অবশ্যই সে বিষয়ের কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।

শনিবার পালন তো কেবল তাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল, যাহারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করিত। যে বিষয়ে উহারা মতভেদ করিত তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে উহাদের বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন। (সূরা আন নাহল ১৬:১২৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **বনি ইসরাইল ১৭:১৩**

১৩. আমরা কিয়ামতের দিন তার জন্যে বের করবো একটি কিতাব (রেকর্ড, আমলনামা) সেটি সে পাবে উন্মুক্ত।

প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উন্মমুক্ত। (বনি ইসরাইল ১৭:১৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **বনি ইসরাইল ১৭:৫৮**

১৪. এমন কোনো জনপদ নেই যাকে আমরা কিয়ামত কালের আগে হালাক করবো না, কিংবা কঠিন আযাব দেবো না।

এমন কোনো জনপদ নাই যাহা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধংস করিব না অথবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না; ইহা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (বনি ইসরাইল ১৭:৫৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **বনি ইসরাইল ১৭:৬২**

১৫. (ইবলিশ শয়তান বলেছিল) এখন কিয়ামত কাল পর্যন্ত যদি আপনি আমাকে সুযোগ দেন তাহলে তার (আদম) বংশধরদের অল্প কিছু বাদে বাকিদের আমি বিপথগামী করে ফেলবো।

সে বলেছিলো, "আপনি কি বিবেচনা করিয়াছেন, আপনি আমার উপর এই ব্যাক্তিকে মর্যাদা দান করিলেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যাতীত তাহার বংশধরকে অবশ্যই কৃতৃত্বধীন করিয়া ফেলিব।" (বনি ইসরাইল ১৭:৬২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **বনি ইসরাইল ১৭:৯৭**

১৬. কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে (বিপথগামীদেরকে) উপুড় করে অন্ধ, বোবা, ও কালা অবস্থায় হাশর করবো।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ
مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّ
صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾

আল্লাহ যাহাদেরকে পথনির্দেশ করেন তাহারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাহাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনোই তাহাকে ব্যাতীত ও কাহাকেও উহাদের অভিভাবক পাইবে না। কিয়ামতের দিন আমি উহাদেরকে সমবেত করিব উহাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করিয়া। উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই উহা স্তিমিত হইবে আমি তখনই উহাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করিয়া দিবে। (বনি ইসরাইল ১৭:৯৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা কাহাফ ১৮:১০৫**

১৭. তাই আমরা কিয়ামতের দিন তাদের (আমল যাদের নিস্ফল হয়েছে) জন্যে ওজন কায়েম করবো না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا
نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

'উহারাই তাহারা, যাহারা অস্বীকার করে উহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাহার সঙ্গে উহাদের সাক্ষাতের বিষয়ে। ফলে উহাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়; সুতরাং কিয়ামতের দিন উহাদের জন্য ওজনের কোনো ব্যবস্থা রাখিব না। (সূরা কাহাফ ১৮:১০৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা মরিয়ম ১৯:৯৫**

১৮. কিয়ামতের দিন তারা সবাই তার কাছে উপস্থিত হবে একা একা।

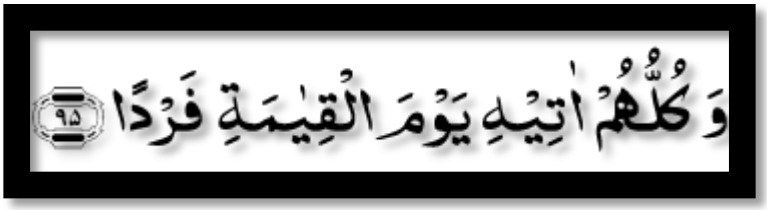

এবং কিয়ামত দিবসে উহাদের সকলেই তাহার নিকট আসিবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মরিয়ম ১৯:৯৫)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা মৃত্যু পরবর্তী আখেরাতে আমাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত কাজে এই কথাটা মনে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং দুনিয়ায় আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/